দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 DEC 1991
পৃষ্ঠা 4 কলাম ৩

বাংলা একাডেমীর বইয়ের বোঝা

জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী থেকে একটি উদ্বেগজনক এবং বিস্মিত হওয়ার মতো খবর পাওয়া গেছে। গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত একাডেমীর বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক জানিয়েছেন যে, বাংলা একাডেমীর গুদামে সাড়ে নয় কোটি টাকার বই অবিক্রিত পড়ে আছে। গতকালের দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত খবরে আরও জানা গেছে যে, একাডেমীর মহাপরিচালক বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বার্ষিক সাধারণ সভায় সমবেত ফেলো, সদস্য ও সুধীমন্ডলীর উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ 'এ সমস্যা নিয়ে আমরা ঘুমিয়ে থাকতে পারি না। এর সমাধানের একটি পথ বের করতে হবে।' অবিক্রিত বইয়ের সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য তিনি একাডেমীর ফেলো ও সদস্যদের প্রতি আহবান জানান।

বাংলা একাডেমীর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ, প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী গবেষণা-কেন্দ্র ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের গুদামে তাদের প্রকাশিত সাড়ে নয় কোটি টাকা মূল্যের বই অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে আছে এটা যেমন উদ্বেগজনক, তেমনি বিস্ময়ের কথা এই যে, জনগণের অর্থে পরিচালিত এবং জনগণের টাকায় প্রকাশিত এমন বিপুল পরিমাণ অংকের বই গুদামজাত হয়ে পড়ে থাকা সত্ত্বেও সমস্যাটা এতকাল ঠিক এভাবে তুলে ধরা হয়নি। একাডেমীর বার্ষিক সাধারণ সভায় বিষয়টি তুলে ধরার জন্য প্রতিষ্ঠানের বর্তমান মহাপরিচালক অবশ্যই ধন্যবাদার্হ, এবং এই সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য তিনি একাডেমীর ফেলো ও সদস্যদের প্রতি যে আবেদন জানিয়েছেন, তা-ও তাঁর সচেতনতা আর দায়িত্ববোধেরই পরিচায়ক।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত সাড়ে নয় কোটি টাকা মূল্যের বই কেন অবিক্রিত অবস্থায় গুদামজাত হয়ে পড়ে আছে, আর কেনই বা এই বাস্তব অবস্থাটা এতকাল এমনভাবে তুলে ধরা হয়নি? বর্তমান মহাপরিচালক যথার্থই বলেছেন, এ সমস্যা নিয়ে আমরা ঘুমিয়ে থাকতে পারি না। বস্তুত বাংলা একাডেমী একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী অর্থে তথা জনগণের টাকায় পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানের এমন একটি সমস্যা নিয়ে শুধু সংস্থার কর্তৃপক্ষেরই নয়, এর সাথে সংশ্লিষ্ট কারোরই, এমন কি গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষেও 'ঘুমিয়ে থাকা' সম্ভব নয়। বাস্তব কারণেই একাডেমীর ফেলো, সদস্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের এ সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের কথা ভাবতে হবে, এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সরকারকেও তলিয়ে দেখতে হবে, কেন সাড়ে নয় কোটি টাকা মূল্যের বই অবিক্রিত অবস্থায় গুদামজাত হয়ে পড়ে আছে, কেন এমন একটি পরিস্থিতি ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, এর থেকে পরিত্রাণেরই বা উপায় কি?

জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাই নয়, এ প্রতিষ্ঠান আমাদের জনগণের তথা জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রাম, আত্মত্যাগ আর জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস। বস্তুত এ দেশের দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বায়ান্নের ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগ আর জাতির ইচ্ছাই কাজ করেছে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার মূলে। কটি গবেষণা ও প্রকাশনা কেন্দ্র সাবেই মূলতঃ বাংলা একাডেমীর তিষ্ঠা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বাংলা ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেণা পরিচালনা, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, রক্ষণ, সম্পাদনা, প্রকাশনা, প্রচার ত্যাদিই বাংলা একাডেমীর মূল ও ন্যতম দায়িত্ব। শুধু বাংলা ভাষা ও হিত্যই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ইত্য-সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনে দেশী ভাষা ও সাহিত্যচর্চা এবং প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী বই-পত্র অনুবাদ ও প্রকাশ এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব। বলা যেতে পারে যে, জাতীয় ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি আর শিক্ষার উন্নয়নই বাংলা একাডেমীর মৌল লক্ষ্য। আর এ কারণেই সরকারী অর্থে তথা জনগণের টাকায় পরিচালিত এ সংস্থা থেকে ভর্তুকি দিয়ে হলেও, যথাসম্ভব কম দামে বিভিন্ন ধরণের বই-পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা।

এই পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত মনে রাখলে, বাংলা একাডেমীর গুদামে যে সাড়ে নয় কোটি টাকা মূল্যের বই অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে আছে, তার প্রকৃত প্রকাশনা-খরচ ও বাজার মূল্য সাড়ে নয় কোটি টাকারও বেশি তা সহজেই অনুমেয়। আর এতে আর্থিক দিক থেকে বিরাট ক্ষতি ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং বাংলা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রসার তথা এসবের সাথে জনগণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতিবন্ধকতার দিক থেকে বিচার করতে গেলে যে ক্ষতি-তা তো অপরিমেয়। বাংলা একাডেমী একটি গবেষণা-কেন্দ্র ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রকাশনা সংস্থা হলেও বই-পত্র প্রকাশনা ও বিক্রির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন অবশ্যই এর প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়। কিন্তু বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বই-পত্র বিপুল পরিমাণে অবিক্রিত অবস্থায় গুদামজাত হয়ে পড়ে থাকবে, আর এসব বই-পত্র পাঠের সুযোগ থেকে দেশ-বিদেশের পাঠক সমাজ এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা বঞ্চিত হবেন এমনটি হতে পারেনা, হওয়া বাঞ্ছিত নয়। এতে যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তা-ও আমাদের মতো গরীব দেশের পক্ষে এক বিরাট বোঝা এবং অংকের হিসাবে বিপুল।

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বই-পত্র কেন এবং কতদিনে, আর কি কারণেই এত বিপুল পরিমাণে অবিক্রিত অবস্থায় গুদামজাত হয়ে আছে, তা একাডেমী কর্তৃপক্ষই ভালো বলতে পারবেন। তবে, যে কারণে আর যতদিনেই এমন অবস্থা হোক না কেন, বই-পত্রের মান উন্নত, বিষয়বস্তু এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনা আকর্ষণীয়, উপযোগিতামূলক ও চাহিদামাফিক এবং সুলভ ও সহজলভ্য হলে, বাজারজাতকরণের ব্যাপক ও উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলে, বইপত্র এত বিপুল পরিমাণে অবিক্রিত অবস্থায় থাকার কথা নয়। থাকলে, আমাদের মতো দারিদ্র্য-পীড়িত, শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ দেশে প্রতিযোগিতার বাজারে এত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারতো না, গড়ে উঠতো না আধুনিক ও উন্নতমানের প্রকাশনা সংস্থা। হয়তো বলা হতে পারে যে, বাংলা একাডেমী মূলতঃ ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক গবেষণাধর্মী, জ্ঞান-গর্ভ, চিন্তামূলক বইপত্রের প্রকাশক, গল্প-উপন্যাস, কবিতা ও অন্যান্য সৃজনধর্মী আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় বইপত্র খুব কমই প্রকাশ করে থাকে। এই তথ্য ও সত্য স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, দেশে বেসরকারী খাতে এমন অনেক প্রকাশনা সংস্থাও আছে, যারা ব্যাপক প্রচারণা ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে গবেষণাধর্মী, জ্ঞান-গর্ভ ও চিন্তামূলক বই-পত্রও যথেষ্ট সংখ্যায় বিক্রি করে থাকে।

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত অনেক বইয়েরই মান ও গুণগত দিক থেকে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রচার আছে। বহু বই-ই দেশ-বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত। বিশেষত ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাধর্মী ও উপযোগিতামূলক বইপত্রের। তবুও বাংলা একাডেমীর এত বইপত্র গুদামজাত অবস্থায় কেন? তাহলে কি বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত অধিকাংশ বই-ই মান ও গুণগত দিক থেকে আর্ষণীয় নয়, এসব বইপত্রের কোনো উপযোগিতা ও চাহিদা নেই? বাংলা একাডেমীর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনার ক্ষেত্রে তো এমনটি হতে পারে না, অন্ততঃ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা, বাংলা একাডেমীর নিশ্চয় একটি সুচিন্তিত গ্রন্থনীতি এবং প্রকাশনা সংক্রান্ত নীতিমালা রয়েছে। এ ছাড়াও নিশ্চয় রয়েছে গ্রন্থের প্রচার ও বাজার- জাতকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা এবং গ্রন্থাদি বিক্রয়ের উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। বস্তুত, বাংলা একাডেমী এসব নীতিমালা অনুযায়ী এবং জাতীয় চাহিদা ও স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বইপত্র প্রকাশ করবে, যথেচ্ছ যেকোনো বইপত্র প্রকাশ করে বাজারজাত করবে না, কিংবা গুদামে অবিক্রিত অবস্থায় ফেলে রাখবে না, এটাই তো স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছিত।

কিন্তু তবুও সাড়ে নয় কোটি টাকার বইপত্র অবিক্রিত পড়ে থাকার মতো এমনটি ঘটছে কেন? এ প্রশ্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই বড় হয়ে দেখা দেয়, এর উত্তর খুঁজে পাওয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। গুদামজাত বইয়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় উচ্চতম পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক আছে কিনা, থাকলে এসব বইও কেন বিক্রি হচ্ছে না তা যেমন তলিয়ে দেখা দরকার, তেমনি তলিয়ে দেখা দরকার কেন ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত বইপত্রও প্রত্যাশিতরূপে বিক্রি হচ্ছে না। বলা বাহুল্য, অনেকক্ষেত্রে মান ও গুণগত উৎকর্ষের অভাবে ও আকর্ষণহীনতার কারণে যেমন বইপত্র অবিক্রিত ও গুদামজাত হয়ে থাকে, তেমনি আবার চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক কপি ও বেশি সংস্করণের বইপত্র প্রকাশের কারণেও এমনটি ঘটে থাকে। প্রয়োজনীয়তা কিংবা বাজারে চাহিদা থাক বা না থাক, বইপত্র বেশি সংখ্যায় ছাপা হলে, এবং একাধিক সংস্করণ প্রকাশ করা গেলে, প্রকাশকের লাভ বা ক্ষতি যাই হোক না কেন, রয়েলটি পাওয়ার দিক থেকে লেখকের অবশ্যই লাভ। বাংলা একাডেমীর বই যদি অবিক্রিত অবস্থায় গুদামে পড়ে থাকে, কিংবা উই আর ইঁদুরের খাদ্য হয়, তাতে জাতীয় ক্ষতি হলেও, সংশ্লিষ্ট লেখক বা লেখকবৃন্দের তেমন কিইবা আসে যায়?

বাংলা একাডেমীর অবিক্রিত ও গুদামজাত বই বিক্রির ব্যবস্থা যেমন জরুরী ভিত্তিতে নেয়া দরকার, তেমনি প্রয়োজন এ ধরনের পরিস্থিতির যাতে উদ্ভব না ঘটে, সে ব্যবস্থা নেয়াও। এদিকে থেকে দেখতে গেলেও এ পরিস্থিতি উদ্ভবের কারণ সন্ধান খুবই প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। কেননা, এতে ইতিমধ্যেই গুদামজাত বইপত্র বিক্রির পথে সহায়ক যদি কিছু নাও হয়, ভবিষ্যতে অপ্রয়োজনীয়, বাজারে চাহিদা নেই, কিংবা জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশের অনুকূল অথবা এর জন্য অপরিহার্য নয়— এমন সব বইপত্র প্রকাশের খরচ ও বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। আর প্রচার ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা কিংবা অপ্রতুলতাই যদি এ পরিস্থিতির উদ্ভবের কারণ হয়ে থাকে, তা হলেও বাস্তবতার আলোকে এর একটা পথ-সন্ধান পাওয়া যাবে। একুশের বই মেলা ও অন্যান্য গ্রন্থমেলায় অংশ গ্রহণের এবং বিজ্ঞাপনের সুবাদে বাংলা একাডেমীর বইপত্রের মোটামুটি প্রচার থাকলেও বাজারজাতকরণ ও বিক্রির ব্যবস্থা কতখানি ব্যাপক ও সুষ্ঠু তা আমরা জানি না। একাডেমীর জনৈক জীবন-সদস্যের তাই স্বাভাবিক প্রশ্ন ঃ 'একাডেমী এ পর্যন্ত মোট কত টাকার বই ছেপেছে এবং বর্তমানে কত টাকার বই অবিক্রিত আছে? এসব বই সারা বছর ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিক্রির জন্য একাডেমী কি কোন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? একাডেমীর বিক্রয়-কেন্দ্রে প্রকাশিত সকল বই গুদামে থাকা সত্ত্বেও, বাঁধাই করা নেই-এই অজুহাতে কেন ক্রেতাদের সরবরাহ করা হয় না? ঢাকা ও চট্টগ্রামের দুটি বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে এত বিপুল বই কি বিক্রি করা সম্ভব? কেন এ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বই বিতরণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি? [দ্রষ্টব্য ঃ ১৯৯১ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় বিবেচনার জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাব/প্রশ্নাবলী, বাংলা একাডেমী]

বস্তুত, বাংলা একাডেমীর বইপত্র প্রকাশ ও বিক্রি সংক্রান্ত উপরোক্ত প্রশ্ন শুধু একাডেমীর জনৈক জীবন-সদস্যেরই নয়, বলতে গেলে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের এবং জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির অনুরাগী প্রত্যেকেরই, ব্যাপক অর্থে দেশবাসীর। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে একাডেমীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "এ পর্যন্ত কত টাকার বই ছাপা হয়েছে ও কত টাকার বই বিক্রি হয়েছে তার হিসাব প্রদান সময়সাপেক্ষ।" [দ্রঃ বাংলা একাডেমীর উপরোক্ত পুস্তিকা] লক্ষণীয় যে বই বিক্রির ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লিখিত প্রশ্নের জবাবে পুস্তিকাতে কিছুই বলা হয়নি। এতেই স্পষ্ট, বই বিক্রির ব্যাপারটা যেন তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নয়। তবুও আশার কথা, বাংলা একাডেমীর গুদামে যে সাড়ে নয় কোটি টাকা মূল্যের বই অবিক্রিত অবস্থায় পড়ে আছে, এ পরিসংখ্যানটা অন্তত সাধারণ সভায় সমবেত সদস্যবৃন্দ এবং অবশেষে দেশবাসী জানতে পেরেছে।

বাংলা একাডেমীর এই বইয়ের বোঝা অচিরেই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ঘাড় থেকে নামুক, এটাই আমরা চাই। অন্তত বই-বিক্রির আরও 'আড়ং'-এর ব্যবস্থা অর্থাৎ অতি উচ্চহারে কমিশন দিয়ে হলেও, বই বিক্রির ব্যবস্থা নেয়া হোক। কেননা, বইপত্র গুদাম বস্তাবন্দী করে রাখার চেয়ে যথাসম্ভব সুলভে দেশে-বিদেশে পাঠকের হাতে তুলে দেয়া ভালো। তবে এই 'আড়ং' ব্যবস্থা কোন স্থায়ী ব্যাপার হতে পারে না, হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা, একাডেমীর অনেক সদস্যও এবারে প্রশ্ন তুলেছেন, বলেছেন, 'যথা নিয়মে ব্যাপকভাবে কোটি কোটি টাকার বই বিক্রির ব্যবস্থা না করে গুদাম খালি করার অজুহাতে শতকরা ষাট ভাগে কমিশনে এবং কোন কোন বই দশ টাকা গণ-নিলাম দরে একাডেমীর বই বিক্রি করে ফেলা কতখানি নীতি ও নিয়ম সঙ্গত?' এই প্রেক্ষাপটে অনেকে ফাইনান্সিয়াল রুলস আর অডিটের প্রসঙ্গও তুলেছেন।

প্রশ্নটা অবশ্যই বিশেষভাবে ভেবে দেখার দাবী রাখে, এবং বাংলা একাডেমীর বই বিক্রি বাড়ানোর নিয়ম-নীতিসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেয়। আমরা মনে করি, নানা মাধ্যমে ও পদ্ধতিতে সারা দেশে বাংলা একাডেমীর বই বিক্রির ব্যাপক ব্যবস্থা নিলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ও উন্নতি হতে পারে। এর জন্যে দরকার শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও বাংলা একাডেমীর বইয়ের (ইংরেজী ও বাংলা) ব্যাপক প্রচার, বিশেষত প্রতিবেশী দেশের পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যান্য বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে। বর্তমানে বিশ্বের বহু দেশেই বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে ও আমেরিকা, ইউরোপে বিপুল সংখ্যক বাংলা ভাষাভাষী পাঠক আছে, সুতরাং সেখানেও বাজার সৃষ্টি এবং একাডেমীর বইপত্র রফতানীর ব্যবস্থা নেয়া দরকার। অনাবশ্যক ও জাতীয় স্বার্থের বিচারে অপ্রয়োজনীয় বই-পত্র আমদানী হ্রাস বা বন্ধ করা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে আমরা সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—নাগরিক